যুগান্তর

তারিখ ... 21 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

যুগান্তর

বরিশালের বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে রোববার মোটরসাইকেলের মহড়া দিয়ে বেরিয়ে আসছে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীরা

ছাত্রলীগের মহড়া বিএম কলেজে

বরিশাল ব্যুরো

ক্যাম্পাস পরিচালনাসহ যে কোন বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে হাসানাত আবদুল্লাহর পরামর্শ নেয়ার জন্য বিএম কলেজ অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাসকে সতর্ক করে দিয়েছে যুবলীগ ও ছাত্রলীগ। রোববার সকালে হাসানাত অনুসারী শতাধিক নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে গিয়ে এ সতর্কবাণী দেয়। শনিবার বিএম কলেজে সংঘটিত সংঘর্ষের ঘটনায় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মঈন তুষারকে দল থেকে বহিষ্কার করা

কলেজে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪

কলেজে : মহড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর) হলেও একই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক হাসানাতের চাচাতো ভাই রফিক সেরনিয়াবাতের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা না নিয়ে উপরন্তু তার দিকে খেয়াল রাখার জন্য অধ্যক্ষকে বলে আসে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতারা।

ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে মঈন তুষার গ্রুপ ও রফিক সেরনিয়াবাত গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে শনিবার বিএম কলেজে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ছাত্রলীগ। দুই পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও হামলা-ভাংচুরের ঘটনায় আহত হন ৫ জন। পরে পুলিশ ক্যাম্পাসে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনার পর রোববার ক্যাম্পাসে যান মহানগর ছাত্রলীগের নেতারা। এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারিক বিন ইসলাম ও জেলা যুবলীগ সভাপতি জাকির হোসেন। নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে গিয়ে কলেজ অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাসের সঙ্গে দেখা করে যে কোন বিষয়ে তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ নেয়ার জন্য বলেন। এ সময় উপস্থিত ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের কয়েকজন যুগান্তরকে বলেন, 'ভর্তি বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ক্যাম্পাসে থাকা ছাত্রলীগ কমিটির সবাইকে নিয়ে বৈঠক, প্রয়োজনে মহানগর ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা এবং সর্বোপরি যে কোন বিষয়ে বরিশালের অভিভাবক হাসানাত আবদুল্লাহর পরামর্শ নেয়ার জন্য বলা হয় তাকে।' পরিচয় গোপন রাখার শর্তে কলেজের কয়েক কর্মচারী যুগান্তরকে জানান, 'আলোচনার ঢংয়ে কথা শুরু হলেও এক পর্যায়ে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যান উপস্থিত কিছু নেতা। হাসানাত আবদুল্লাহর বাইরে আর কোন নেতার নেতৃত্ব বরিশালে চলবে না বলে ঘোষণা দেন তারা।' এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কলেজ অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাস যুগান্তরকে বলেন, 'উত্তেজনার মুহূর্তে অনেকেই অনেক কথা বললেও সবকিছু আমলে নেয়া ঠিক নয়। আমি তাদের স্পষ্ট বলে দিয়েছি, কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কার পরামর্শ নেব আর কারটা নেব না সেটা আমার ব্যাপার। সুষ্ঠুভাবে কলেজ পরিচালনার জন্য যা করা প্রয়োজন তাই-ই আমি করব।' পুরো বিষয়টি সম্পর্কে আলাপকালে জেলা আওয়ামী লীগের এক নেতা যুগান্তরকে বলেন, ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাদের গমন এবং হাসানাত আবদুল্লাহ সম্পর্কে দেয়া নির্দেশনা বিষয়ে কোন কিছুই অবগত নন সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। অতি উৎসাহী কিছু ছাত্রলীগ নেতা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

এদিকে শনিবারের ঘটনায় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মঈন তুষারকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মহানগর ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান জানান, 'ক্যাম্পাসে মঈনের একক আধিপত্য বিস্তার চেষ্টার কারণেই শনিবারের এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। তাছাড়া কলেজের কতিপয় শিক্ষকও এর পেছনে ইন্ধন জুগিয়েছে।' মঈন তুষারের বহিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। একাধিক ছাত্রলীগ নেতা অভিযোগ করেন, শনিবারের ঘটনায় মঈন তুষার ও রফিক সেরনিয়াবাত সমানভাবে দায়ী। অথচ একজনকে বহিষ্কারের মাধ্যমে মহানগরের নেতৃত্বের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। বরিশালে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মঈন তুষারকে মেয়র হিরনের লোক বলে মনে করে হাসানাত অনুসারীরা। সে ধারণা থেকেই তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করানো হয়।